গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অক্টোবর/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ আনিছুর রহমান সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৮-১১-২০২১
সভার সময়	সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অক্টোবর/২০২১ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভায় স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৭-১০-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সেপ্টেম্বর/২০২১ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ৩০-০৯-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য কোন অনিষ্পন্ন বিষয় নেই। বিএমডির নিজস্ব লোগো প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, করোনা পরিস্থিতির কারণে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কোন অনিষ্পন্ন বিষয় থেকে থাকলে তা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, এ বিভাগের বাজেট অধিশাখা হতে এলএনজি ক্রয় বাবদ ভর্তুকির জন্য ৯,৩৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে অর্থ বিভাগে গত ১৭-১১-২০২১ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, গত ২৫-১১-২০২১ তারিখে মাননীয় উপদেষ্টা, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ও বিইআরসির চেয়ারম্যান এর সমন্বয়ে একটি আলোচনা সভা হয়েছে। উক্ত সভায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সার খাতে কি পরিমাণ ভর্তুকি লাগবে, বাজেটে কি প্রভিশন রয়েছে এ সকল বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং কিছু নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয় রয়েছে। তাই আপাততঃ এ বিষয়গুলো সমন্বয় সভায় যেভাবে রয়েছে সে ভাবেই থাকুক। পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে, ভর্তুকির বিষয়গুলো যত দ্রুত সমাধান হবে তত দ্রুত পরবর্তী এলএনজি কার্গো আনা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, সামিট এলএনজি টার্মিনালের একটি ত্রুটির কারণে আগামী প্রায় দেড় মাস শুধু এক্সিলারেট এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে এলএনজি সরবরাহ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে পরবর্তী এলএনজি কার্গো হয়ত আনা সম্ভব হবে না এবং এ সময়ে গ্যাসের চাপও কিছুটা কম হবে। এ বিষয়টি একটি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আরপিজিসিএল'কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ কতদিন যাবত কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) এলএনজি ক্রয় বাবদ ভর্তুকির জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির পরবর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে নিয়মিত ফলোআপ রাখতে হবে। (গ) সামিট এলএনজি টার্মিনালের ত্রুটির কারণে পরবর্তী এলএনজি কার্গো আনতে না পারায় আগামী প্রায় দেড় মাস গ্যাসের চাপ কম থাকার বিষয়টি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে প্রচারের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আরপিজিসিএল'কে দ্রুত একটি প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	সকল শাখা/অধিশাখা/ বাজেট অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.২	চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), পেট্রোবাংলা সভায় জানান যে, এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর চলমান পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে এনবিআর হতে নতুন করে আর কোন পত্র পাওয়া যায়নি। সভাপতি এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বলেন যে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গত সভার আলোচ্যসূচিতে আয়কর সংক্রান্ত এনবিআর এর সাথে বিপিসির অমিমাংসিত বিষয়গুলো	(ক) এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) পেট্রোবাংলা ও বিপিসির অতীতের সকল দেনা-পাওনা write-off করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে জারিকৃত	প্রশাসন/ অপারেশন অনুবিভাগ/বাজেট/ প্রশাসন-১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পেট্রোবাংলা/ সকল কোম্পানি

অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ আমদানির ক্ষেত্রে বিপিসি এনবিআরকে প্রথমে AIT ও পরবর্তীতে IT সহ সম্পূরক কর, ভ্যাট ইত্যাদি পরিশাধ করে থাকে। কিন্তু সেগুলো আর সমন্বয় হয়না। আয় থাকলেই সাধারণতঃ আয়কর প্রযোজ্য হয় এবং আয়কর না থাকলে রিটার্ণ দিতে হয়। বিপিসি বিগত ১৯৯৯-২০১৪ সাল পর্যন্ত যখন লসে ছিলো তখনো বিপিসিকে ট্যাক্স পরিশোধ করতে হয়েছে, যেটির কোন সমন্বয় হয়নি। একই বিষয়সমূহও পেট্রোবাংলার জন্যও প্রযোজ্য। এনবিআর এর সাথে পেট্রোবাংলারও বিভিন্ন বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। এ বিষয়সমূহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হলে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব বলেন যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসির অতীতের সকল দেনা-পাওনা write-off করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত পত্র শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। সভাপতি অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে write-off সংক্রান্ত পত্রটি সংগ্রহ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। যেহেতু অতীতের সকল দেনা-পাওনা write-off হয়ে গিয়েছে তাই এ বিষয়গুলো নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানের প্রয়োজন নেই মর্মে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন।

সভাপতি জানান যে, বিপিসির চলমান একটি মামলার বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিপিসি বলেন যে, আইনের সেই প্রভিশনটাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, সমন্বয়ের কোন সুযোগ নেই, যেটা একবার নির্ধারিত হবে সেটাই চূড়ান্ত হবে। কিন্তু এটাতো হতে পারেনা। তাই পলিসিগতভাবে ভবিষ্যতের জটিলতা এড়াতে চলমান মামলার বিষয়ে কোর্টের রায়ের প্রয়োজন রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, আয়কর এর আইনও পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত একটি খসড়া এ বিভাগে পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে উক্ত আইনের খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট/হোয়ার্টসআ্যাপ গ্রুপে আপলোড করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মতামত এ বিভাগে প্রেরণে করা হলে তা আলোচনা করে এ বিভাগের মতামত হিসেবে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), পেট্রোবাংলা জানান যে, এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়া পেট্রোবাংলার পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কমিটি চূড়ান্ত করেছে। পেট্রোবাংলার পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন নিয়ে খসড়া নীতিমালাটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের

পত্র সংগ্রহপূর্বক আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(গ) খসড়া আয়কর আইনের ওপর দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মতামত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে আলোচনা সভা করে এ বিভাগের মতামত প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়া দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(ঙ) সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির Asset re-valution করে সেগুলো মিউটেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

	ইক্যুইটি খাতের টাকা পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তরের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। পেট্রোবাংলার সকল কোম্পানির ইক্যুইটি খাতের টাকা ইতোমধ্যে পেইড আপ ক্যাপিটালে রূপান্তর করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। সভাপতি বলেন যে, সকল কোম্পানির Asset re-valution করা প্রয়োজন। Asset re-valution করলে কোম্পানির সম্পদের পরিমাণ বাড়বে ও কোম্পানি বড় হবে। এর ফলে কোম্পানির ইক্যুইটি বাড়ানো যাবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সারা দেশে জিটিসিএল এর প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে। সেগুলোর দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করে মিউটেশন করার ফলে জমির ভ্যালু অনেক বেড়েছে। তাই তিনি অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির Asset re-valution করার বিষয়েও নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদনটি সর্বসম্মতভাবে যথাযথ বিবেচিত হওয়ায় তা মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এ পর্যায়ে এ বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে করণীয় কিছু নেই। মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কাযর্ক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি হতে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/প্রশাসন-৩ শাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৩.৪	মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক হালনাগাদ করা না হলে হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে হালনাগাদ করা হয় এবং নিয়মিত ফলোআপ করা হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ড্যাশবোর্ডের বিষয়ে বিজনেস অটোমেশন সংক্রান্ত অপর একটি প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা

৩.৫	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল) জানান যে, জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল) এর সাথে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে মহামান্য অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায়ের আলোকে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ নভেম্বর/২১ পর্যন্ত মোট ৩০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। এছাড়া, BERC নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী গ্যাস বিল পরিশোধ করছে। লাফার্জ কর্তৃপক্ষ মহামান্য হাইকোর্টে তাদের দাখিলকৃত Bank Gurantee ফেরত প্রদানের জন্য আবেদন করলে বিগত ২৭-১০-২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানী শেষে মহামান্য আদালত লাফার্জের আবেদন খারিজ করে দেন। বিষয়টি বর্তমানে আপীলাট ডিভিশনে রয়েছে। অপরদিকে, জেজিটিডিএসএল ও লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর মধ্যে গ্যাস ট্যারিফ বিষয়ে চলমান International Arbitration মামলায় লাফার্জ জেজিটিডিএসএল বরাবর Arbitration Notice প্রেরণ করায় এবং Arbitrator নিয়োগ করায় জেজিটিডিএসএল কর্তৃক প্রথমে ঢাকাস্থ আইনী প্রতিষ্ঠানে ALLIANCE LAWS এর পার্টনার ব্যারিষ্টার মঈন গণিকে স্থানীয় কাউন্সেল আইনী প্রতিষ্ঠান Foley Hoag LLP, USA কে আন্তর্জাতিক কাউন্সেল/পরামর্শদাতা এবং Ms Sophie Nappert কে জেজিটিডিএসএল এর পক্ষে Arbitrator নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের Arbitrator এর মাধ্যমে Presiding Arbitrator হিসেবে Ms, Juliet Blanch কে নিয়োগ প্রদান করায় Arbitral Tribunal গঠিত হয়েছে এবং উক্ত Arbitration মামলা বর্তমানে চলমান আছে। Bank Gurantee ফেরত প্রাপ্তির বিষয়ে লাফার্জ কর্তৃপক্ষ যেহেতু আপীল বিভাগে গিয়েছে সেহেতু অভিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে বিষয়টি ফলোআপ রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপীলাট ডিভিশনের রায় বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ জেজিটিডিএসএল/
৩.৬	বিসিএমসিএল ও এমজিএমসিএল এর কয়লা ও পাথর উৎপাদনের অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, তৃতীয় চুক্তির আওতায় ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে বর্তমানে কয়লা উৎপাদন চলমান রয়েছে। চতুর্থ চুক্তি বিশেষ বিধান আইনে সর্বোচ্চ	কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ বিএমডি/ এমজিএমসিএল/বিসিএমসিএল

পর্যায়ে অনুমোদিত হওয়ার পর পারফর্মেন্স সিকিউরিটি বাবদ ব্যাংক গ্যারান্টি জমাদানের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকাদার বরাবর নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড (NOA) ইস্যু করা হয়। কিন্তু চাইনিজ ব্যাংকিং প্রসেসিংয়ে একটু সময় লেগেছে বিধায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পিজি দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করে। সে প্রেক্ষিতে সার্বিক চিত্র বিসিএমসিএল পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তৃক চাইনিজদের প্রস্তাবটি বিবেচিত হয়েছে। পূর্বের ভেরিয়েশন অর্ডারে ১ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করার কথা ছিলো। কিন্তু কোভিডের কারণে কয়লা উত্তোলনে বিলম্ব হওয়ায় তারা ৫০ হাজার টনের মত উত্তোলন করে। বর্তমানে সংশোধিত ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে পূর্বের ৫০ হাজার টনের সাথে আরো ১ লক্ষ টন অর্থাৎ ১.৫ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী চাইনিজরা কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ১২৬ জন স্থানীয় শ্রমিক কাজে নিয়োজিত আছে এবং দুই শিফটে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এভারেজে দৈনিক ২৫০০-৩০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ১৩১০ ফেইসে পূর্বে ৩ লক্ষ টন কয়লার মজুদ রয়েছে মর্মে ধারণা ছিলো। কিন্তু চাইনিজরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানিয়েছে যে, উক্ত ফেইসে আরো ১ লক্ষ টন অর্থাৎ ৪ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লার মজুদ রয়েছে। ভেরিয়েশন অর্ডারের কয়লা উত্তোলনের মূল্যটি গতানুগতিক কয়লার মূল্যের চেয়ে কিছুটা কম হওয়াতে আর্থিকভাবেও কোম্পানির জন্য বেশ সাশ্রয়ী হবে। বিসিএমসিএল এর সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, খনির উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত গত ২৮-০৯-২০২১ তারিখে মেসার্স জার্মানিয়া-ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তদানুযায়ী উৎপাদন ও স্টোপ উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। দৈনিক প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন পাথর উত্তোলিত হচ্ছে। আগামী জানুয়ারি/২০২২ হতে উৎপাদন আরো বেড়ে যাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিস্ফোরক দ্রব্যাদির সমস্যার বিষয়ে সভাপতির জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, বিস্ফোরকের বিষয়ে পূর্বে যে সমস্যা ছিলো তা ইতোমধ্যে সমাধান হয়েছে। লেবাননের বৈরুত দুর্ঘটনার পর বিস্ফোরক দ্রব্যাদির বিষয়ে সকলে সচেতনতা অবলম্বন করায় একাধিক উৎস হতে যাতে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল উল্লেখ করেন যে, লৌহ আকরিকের প্রি ফিজিবিলিটি স্টাডির অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নের লক্ষ্যে বিসিএমসিএল এর অনুকূলে বিএমডি হতে ইতোমধ্যে প্রভিশনাল লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।		

৩.৭	মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, পিওসিএল এর আওতায় দুটি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা-টাংগাইল মহাসড়কে স্থাপিতব্য মডেল ফিলিং স্টেশনের মাটি ভরাট সম্পন্ন হয়েছে এবং মেইন বিল্ডিংয়ের পিলারগুলো হয়ে গেছে। ওয়াল নির্মাণের কাজ চলছে। স্টোরেজ ট্যাংক এবং অটোগ্যাসের ট্যাংক বসানো হয়েছে। অপরদিকে, সিলেট মহাসড়কে স্থাপিতব্য হাজী মোহাম্মদ আলী মডেল ফিলিং স্টেশনের অগ্রগতি সন্তোষজনক এবং প্রায় ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে অটোগ্যাসের জন্য স্টোরেজ ট্যাংক বসানোর কাজ চলছে। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের অনাপত্তি প্রাপ্তির বিষয়টি চলমান আছে। বর্তমান কাজের পরিধি অনুযায়ী আগামী ডিসেম্বর মাসে মডেল ফিলিং স্টেশনটি উদ্বোধন করা সম্ভব হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমপিএল জানান যে, এমপিএল এর আওতায় স্থাপিতব্য মডেল ফিলিং স্টেশনসমূহের মধ্যে মিরসরাইয়ে স্থাপিতব্য মেসার্স ফারদিন মডেল ফিলিং স্টেশনটির ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম, সীমানা প্রাচীর, অটোগ্যাস ও ফুয়েলের স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে। ক্যানোপির সামান্য কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের অনাপত্তি পাওয়া গেছে। মুজিব বর্ষের মধ্যেই ফিলিং স্টেশনটি পূর্ণাঙ্গভাবে উদ্বোধন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। অপরদিকে, পূর্বাচলের কাঞ্চনে ঢাকা বাইপাস রোডে স্থাপিতব্য মডেল ফিলিং স্টেশনের মাটি ভরাট, বিল্ডিংয়ের পিলার ও ক্যানোপির কাজ চলমান আছে। এ পর্যন্ত মডেল ফিলিং স্টেশনটির কাজ ২৫% সম্পন্ন হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেওসিএল জানান যে, জেওসিএল এর আওতাধীনে দুটি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে স্থাপিতব্য মেসার্স ডিএবি ফিলিং স্টেশন ও ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে স্থাপিতব্য মেসার্স নাবিল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম পুরোদমে এগিয়ে চলছে। অবকাঠামো নির্মাণ, ডিসপেন্সিং ইউনিট, ক্যানোপি ও অন্যান্য পূর্ত কাজের অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক। মুজিব বর্ষের মধ্যেই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে স্থাপিতব্য মেসার্স ডিএবি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	মুজিব বর্ষের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিপিসি ও পদ্মা/মেঘনা/ যমুনা অয়েল কোং

৩.৮	ব্যবস্থাপনা পরিচারক, পিওসিএল জানান যে, বর্তমানে বাংলাদেশ বিমানকে দৈনিক প্রায় ১২০০-১৩০০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। বিমানে তেল সরবরাহের পরিমাণ এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিকট পূর্বের ও চলমান বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে গত ১৮-১১-২০২১ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার পর বাংলাদেশ বিমান পিওসিএল'কে ২৩ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। বকেয়া পাওনা আদায়ে বাংলাদেশ বিমানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীঘ্রই অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত জেএল নং ৬৪ এ বিএস ০১ নং খতিয়ানের বিএস ২ নং দাগের (যা বন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জেএল নং ৬৪ এ বিএস ২ নং খতিয়ানের বিএস ১ নং দাগে) বন বিভাগের নামে রেকর্ডকৃত ২০১.৯০ একর খাস জমি থেকে কমপক্ষে ১০ (দশ) একর জমি বিপিসি'র অনুকূলে বিনামূল্যে/প্রতীকীমূল্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে সারসংক্ষেপ প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য কারিগরী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। EOI এ রেসপনসিভ ০৪টি প্রতিষ্ঠানকে গত ২৯-০৬-২০২১ তারিখে RFP ফরমেট প্রেরণ করা হয়েছে। যোগ্য ০৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ০৩টি প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৮/০৮/২০২১ তারিখে RFP ডকুমেন্ট দাখিল করেছে। RFP ডকুমেন্ট মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কারিগরি মানদন্ডে উত্তীর্ণ এবং RFP ডকুমেন্টস অনুযায়ী LCS (Least Cost Selection) পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে নেগোসিয়েশন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা এর সাথে নেগোসিয়েশন হয়েছে এবং এ প্রতিষ্ঠানকে NoA প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের পর বোর্ডের সম্মতির প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটিকে NoA প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে পরবর্তী সমন্বয় সভায় সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিপিসির অর্থায়নে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/অপারেশন -১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ/ইআরএল

৩.৯	উপসচিব (বাজেট) সভায় জুন/২০২১ পর্যন্ত দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করেন। করোনা পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক হওয়ায় নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হচ্ছে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করছেন। মহাপরিচালক, বিএমডি জানান যে, অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যে বিএমডির তথ্যে গরমিল রয়েছে। বিএমডির আপত্তির সংখ্যা ২৪টির পরিবর্তে ১১টি হবে। সভাপতি তথ্যটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১০	সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। বর্তমানে বিধি-নিষেধ শিথিল হওয়ায় বিভাগীয় মামলাসহ অন্যান্য সকল মামলা নিষ্পত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, মামলাসমূহের অবস্থা জানার জন্য আপাততঃ একটি ছক প্রস্তুত করে দপ্তর/সংস্থা হতে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। পরবর্তীতে এ বিষয়গুলো নিয়ে মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। মামলাসমূহের অবস্থা জানার জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরির বিষয়ে সভাপতি এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন)'কে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, দেশে ভেজাল জ্বালানি তেলের বিস্তার ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধে ও সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকল্পে পেট্রোল পাম্প, প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার ও এজেন্সী পয়েন্টে জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই'র প্রতিনিধি ও বিপণন কোম্পানীসমূহের আঞ্চলিক কার্যালয় হতে মনোনীত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিপণন কোম্পানি হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, অক্টোবর, ২০২১ মাসে পিওসিএল এর ১৪টি, এমপিএল এর ১৩টি এবং জেওসিএল এর ১৩টি সহ মোট ৪০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। ওজন, পরিমাপ এবং ক্যালিব্রেশন সংক্রান্ত ত্রুটি থাকায় পিওসিএল এর ১১টি, এমপিএল এর ১২টি এবং জেওসিএল এর ০৯টি সহ মোট ৩২টি ফিলিং স্টেশনকে অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, ভেজাল তেল বন্ধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। সভাপতি বলেন যে, ইতোমধ্যে বিইআরসি কর্তৃক	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (খ) মামলাসমূহের অবস্থা জানার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে। (গ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) বিইআরসি নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঙ) ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে ছক আকারে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-৩ শাখা/অপা-১ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

	ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সোর্স হতে অভিযোগ এসেছে যে, কোথাও কোথাও নির্ধারিত দামের চেয়ে অতিরিক্ত দামে ভোক্তা পর্যায়ে সিলিন্ডার বিক্রি করা হচ্ছে। বর্তমানে বিইআরসি সৌদি আরামকো CP (Contract Price)'র ওপর ভিত্তি করে এলপিজির মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। তাই নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে যাতে ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি করতে না পারে সে বিষয়ে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে পত্র প্রদানের বিষয়ে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। যে সকল কোম্পানির ই-দরপত্রের সংখ্যা কম হয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্র বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.১১	এপিএ বাস্তবায়নে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিগুলো সচেষ্ট রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে এনআইএস, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, জিআরএস, আরটিআই ও সিটিজেন চার্টারের ওপর ৩০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে। এ পাঁচটি সূচকের প্রতিটির বিপরীতে আলাদা আলাদা কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। যেহেতু বর্তমান এপিএ ইন্টিগ্রেটেড এপিএ তাই ফাইভ টুলসের ফোকাল পয়েন্টগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সভাপতি বলেন যে, এপিএ টিমের সাথে সম্পৃক্তদের প্রণোদনাস্বরূপ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে এ বছরই হয়ত তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। সভাপতি বলেন যে, এপিএ চুক্তি বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হতে হবে। উপসচিব (প্রশাসন-২) উল্লেখ করেন যে, এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করার জন্য এপিএ টিম নিয়মিত সভা করে যাচ্ছে। এছাড়া, এপিএ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ৭টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় মনিটরিং টিম সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করেছে। এ বিভাগের উপসচিব (পরিকল্পনা-১) জানান যে, সিসমিক জরিপ কার্যক্রম মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। সেখানে বাপেক্সের ব্লক-১৫ ও ব্লক-২২ এর ২ডি সিসমিক সার্ভে কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়েছে এবং এর ফলে কাজের অগ্রগতি অনেকাংশে ত্বারান্বিত হয়েছে। সভাপতি সরেজমিনে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হতে হবে। (খ) এপিএ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে গঠিত মনিটরিং কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে।	এপিএ টিম ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১২	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২১' এর খসড়ার বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ইতোমধ্যে ভেটিং পাওয়া গেছে। ভেটিংকৃত খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের অনুমতি প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বিষয়টি ফলোআপ রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২১' এর খসড়াটির পরবর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে নিয়মিত ফলোআপ রাখতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/প্রশাসন-২ অধিশাখা ও পেট্রোবাংলা
৩.১৩	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) বলেন যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স কমিটির সভা প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহের মধ্যে টিজিটিডিসিএল এর অবৈধ গ্যাস সংযোগের পরিমাণ সর্বোচ্চ। এ বিশাল সংখ্যক অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য টিজিটিডিসিএল কর্তৃপক্ষকে আরো কো-অপারেটিভ হওয়া প্রয়োজন মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। জোন ভাগ করে বেশি বেশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। তিতাস গ্যাসের বকেয়া পাওনার পরিমাণ ৭ হাজার কোটি টাকা। সভাপতি বলেন যে, দীর্ঘদিন যাবত যে সকল প্রতিষ্ঠান গ্যাসের বকেয়া পরিশোধ করছে না তাদেরকে একটি ম্যাসেজ দিয়ে দ্রুত গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্র প্রাপ্তির পর বকেয়া পরিশোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া আদায়ে বর্তমানে কেজিডিসিএল এর অবস্থান অনেক ভালো। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল জানান যে, তিতাস গ্যাসের আওতাভুক্ত অঞ্চল অনেক বড়। তিতাসের অঞ্চলকে পাঁচটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। যখন যে এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে সেসব এলাকায় ১৫/২০টি টিম ও ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে করা হচ্ছে। অভিযান পরিচালনার সময় সকল অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি বকেয়াও আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর কোথাও কোথাও পুনরায় সংযোগ দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়টি নজরদারিতে রাখার জন্য কিছু পেট্রোলম্যান নিয়োগ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি যেসব এলাকায় অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে সেসব এলাকার পুলিশ প্রশাসনকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (গ) ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণের মাধ্যমে আগামী মার্চ/২০২২ এর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহের বকেয়ার পরিমাণ শূন্যের কোটায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (ঘ) ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তুলনামূলক চিত্র প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঙ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/পেট্রোবাংলা /ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

	এটি আরো ফলপ্রসূ হবে। তাই অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নে কিছু টেকনিক অবলম্বন করতে হবে নতুবা অবৈধ সংযোগ শূন্যের কোটায় আনা সম্ভব হবে না। এ বিভাগের উপসচিব (পরিকল্পনা-১) উল্লেখ করেন যে, বাসা-বাড়িতে অভিযানের সময় দেখা যায় বাড়ীর মালিক তালা দিয়ে অন্যত্র সড়ে পড়েন। ফলে তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করতে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনে তালা ভাঙতে পারে। তবে এক্ষেত্রে নতুন করে আরেকটি তালা সংযুক্ত করা যেতে পারে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) বলেন যে, অবৈধ সংযোগ দেয়ার সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করতে হবে। চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) পেট্রোবাংলা বলেন যে, অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের পাশাপাশি গ্যাস আইন অনুযায়ী মামলাও রুজু করতে হবে। তাহলে এর প্রবণতা অনেকাংশে কমে আসবে। সভাপতি বকেয়া আদায়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। আগামী মার্চ/২০২২ এর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহের বকেয়ার পরিমাণ শূন্যের কোটায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেজিডিসিএল বলেন যে, সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশে প্রথমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বকেয়া আদায়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ৭৭১.৩৩ কোটি টাকা বকেয়া আদায় হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহকে বকেয়া আদায়ে অধিক তৎপর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।		

৩.১৪	বিবিধ আলোচনা: অফশোরে গ্যাস কূপ খননের লক্ষ্যে মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, TGS-Schlumberger JV ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে First Phase এর কর্মকান্ড হিসেবে সমুদ্রাঞ্চলে ১৩,৬০০ লাইন কিলোমিটার ২ডি মাল্টি-ক্লায়েন্ট সাইসমিক সার্ভে শুরু করবে মর্মে জানিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অপর একটি সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাই বিষয়টি সমন্বয় সভায় রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই। গ্যাস উত্তোলন ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক পেট্রোবাংলা হতে প্রেরণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম বিপিসি পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সভাকে অবহিত করেন যে, গত ২২-১১-২০২১ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২১তম বৈঠকে কোন্ জ্বালানিতে কতগুলো গণপরিবহন চলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার জন্য একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে মর্মে আলোচনা হয়। জ্বালানি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ জাতীয় তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। সভাপতি বর্ণিত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট'কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) গ্যাস উত্তোলন ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (গ) কোন্ জ্বালানিতে কতগুলো গণপরিবহন চলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	উন্নয়ন অনুবিভাগ/অপারেশন অনুবিভাগ ও পেট্রোবাংলা/হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বাপেক্স ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আনিছুর রহমান
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.৪৭২

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৮
০৮ ডিসেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৪) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

৫) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

৬) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট

৮) মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৯) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর

১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)

১২) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৩) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

১৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব